

109246 - তাওয়াফের সময় কী বলবেন?

প্রশ্ন

এই দোয়াগুলো একজন উমরাপ্রমৌ সংকলন করছেন। তিনি এগুলো উমরাকারীদের মাঝে বলি করত চাচ্ছিলেন। তিনি আপনাদের কাছ থেকে এর মধ্যে কোনটি সঠিক কোনটি ভুল তা জানার জন্য থমে গেলেন। এ যকিরিগুলোর মধ্যে রয়েছে যা উমরাকারীর প্রয়োজন: তাওয়াফকালে যা বলতে হয়, আল্লাহর হামদ ও স্তুতি দিয়ে প্রথম চক্কর শুরু করা, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিদুর্দ পড়া। এরপর দোয়া করা; মনোযোগ দিয়ে দ্বীনী দোয়াকে দুনিয়াবী দোয়ার উপর প্রাধান্য দোয়া।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমাদের জানামতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাওয়াফকালে পঠিতব্য কোন দোয়া বা যকিরি নাই; রুকনে ইয়ামনৌ ও হাজারে আসওয়াদের মাঝে

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

দোয়াটি ছাড়া [মুসনাদে আহমাদ (৩/৪১১), সহিহ ইবনে হিব্বান (৯/১৩৪), মুস্তাদরাকে হাকমে (১/৬২৫)]

এবং হাজারে আসওয়াদ অতিক্রমকালে তাকবীর দোয়া ছাড়া।[সহিহ বুখারী (৪৯৮৭)]

পক্ষান্তরে অবশিষ্ট তাওয়াফে যকিরি, দোয়া ও কুরআন তলোওয়াত য়ে কোনটা করার এখতিয়ার রয়েছে।

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ (৩/১৮৭) গ্রন্থে বলেন:

“তাওয়াফের মধ্যে দোয়া করা, বেশি বেশি আল্লাহর যকিরি করা মুস্তাহাব। কেননা যকিরি সর্ববাস্থায় মুস্তাহাব। আর এই ইবাদত পালনকালে সটো আরও বেশি উত্তম। এ সময় আল্লাহর যকিরি কথিবা কুরআন তলোওয়াত কথিবা সৎ কাজের আদেশে কথিবা অসৎ কাজের নষিধে কথিবা যা না হলে নয় এমন কিছু ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তা না-বলা মুস্তাহাব।”[সমাপ্ত]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন যমেনটি মাজমুউল ফাতাওয়াতে এসছে (২৬/১২২): “তাতে (অর্থাত্ তাওয়াফে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নরিদষ্টি কোন যকিরি নহে; না তাঁর নরিদশে মাধ্যমে, না তাঁর কথার মাধ্যমে, না তাঁর শিক্ষাদানে মাধ্যমে। বরং তিনি তাতে শরয়িতে উদ্ধৃত সকল দোয়া দিয়ে দোয়া করতেন। অনেকে মানুষ মীয়াবরে নীচে পঠিব্য য়ে নরিদষ্টি দোয়ার কথা উল্লেখ করে কথিবা এ জাতীয় অন্য য়গেলোর কথা বলে সে সবরে কোন ভিত্তি নহে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রুকনরে মাঝে তাওয়াফ শেষে করতেন

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

এ দোয়াটি বলে। যমেনভিবে তিনি তার সকল দোয়া এর মাধ্যমে শেষে করতেন। ইমামদের সর্বসম্মতক্রমে এর মধ্যে কোন ওয়াজবি দোয়া নহে।”[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে য়ে, তিনি যখনই হাজারে আসওয়াদে আসতেন তখন তাকবীর দতিনে এবং রুকনে ইয়ামনৌ ও হাজারে আসওয়াদে মধ্যে বলতেন:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছ থেকে তাওয়াফরে প্রত্যকে চক্করে পঠিব্য বিশেষ কোন দোয়া বর্ণিত হয়নি।

উপরোক্ত আলোচনার প্রক্ষেপিতে, তাওয়াফকারী দুনিয়া ও আখিরাতরে কল্যাণরে য়ে দোয়া ইচ্ছা সে দোয়া করতে পারনে।

শরয়িতসম্মত য়ে কোন যকিরি যমেন সুবহানাল্লাহ্ বলা, আলহামদু লিল্লাহ্ বলা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা কথিবা কুরআন তলোওয়াত ইত্যাদি করতে পারনে।”[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/৩২৭)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।